দৈনিক খবর

তারিখ 22 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

যুগ্ম সচিবের শূন্য পদে ডিসেম্বরে ইন্টারভিউ

বিসিএস (সচিবালয়) ক্যাডার বিলোপ

আলতাফ মাহমুদ

বিসিএস (সচিবালয়) ক্যাডার বিলুপ্ত করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে একীভূত করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার কাউন্সিল কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এদিকে যুগ্ম সচিবের শূন্য পদ পূরণের জন্য আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সরকারী নীতিমালার ভিত্তিতে ইন্টারভিউ শুরু হবে। যুগ্ম সচিবদের পদোন্নতির বিষয়টি ফয়সালা হবার পর উপসচিবের শূন্য পদ পূরণে ইন্টারভিউ শুরু হবে। সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রার্থীদের ডাকা হবে।

সরকারের নীতিনির্ধারক মহল সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা যুগ্ম সচিবের শূন্য পদ পূরণের ভিত্তি হবে মেধা। এ জন্য বার্ষিক গোপন রিপোর্টে (এসিআর) ৬০ নং, মৌখিক পরীক্ষায় ৪০ নম্বর ধরা হয়েছে। এসিআর এবং মৌখিক পরীক্ষার এ নীতিমালা পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই বলে সূত্রটি জোর দিয়ে বলেছে।

সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ও কাউন্সিল কমিটির সদস্য মোঃ নূরুল হুদা জানান, সরকার ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে পদোন্নতির বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চান। কোন বিশেষ ক্যাডার নয়, প্রশাসনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে পদোন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেধাকে ভিত্তি হিসেবে

২ এর পাতায় দেখুন

49

বিসিএস

১ম প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধরা হয়েছে। এ নিয়ে সকল ক্যাডারের সাথে আলোচনা হচ্ছে- আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আমরা সকলের অবস্থার উন্নতি করতে চাই। এবং পদোন্নতির ব্যাপারে আমরা সময় সময় বিভিন্ন ক্যাডারের সাথে আলোচনা করবো।

যুগ্ম সচিব বা উপ-সচিব পদে পদোন্নতিতে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা স্বজনপ্রীতির জন্য দেবে বলে সরকারী কর্মচারীদের অভিযোগ রয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় ৪০ নম্বর রাখা সে বিষয়টিকে প্রশ্রয় দেবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী নূরুল হুদা বলেন, এসিআর সব সময়েই সুষ্ঠুভাবে লেখা হয় না। যারা একটু স্বাধীনচেতা তাদের এসিআর সাধারণত খারাপ হয়। কারণ তারা তদবির করতে জানেন না। প্রশাসনের উচ্চপদে যিনি যাবেন তাকে দেখে নেয়া প্রয়োজন। যিনি উপযুক্ত তিনি ইন্টারভিউতেও এসে যাবেন। আর মৌখিক পরীক্ষায় দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতির সুযোগ থাকবে না। কারণ কমিটির ৭ জন একমত না হলে কোন সিদ্ধান্তই হবে না। পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতির সুযোগ নেই।

উল্লেখ্য, উপসচিবের পদোন্নতির ব্যাপারে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তা কাউন্সিল কমিটিতে পেশ করার জন্য সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী নূরুল হুদাকে দায়িত্ব দিয়ে এক সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়েছে। জনাব হুদা এরই মধ্যে বিভিন্ন ক্যাডারের সাথে যোগাযোগ করেছেন।

এদিকে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা যুগ্মসচিবের শূন্য পদ পূরণে বারবার জটিলতা সৃষ্টিতে প্রশাসনে স্থবিরতা নেমে এসেছে। পদস্থ কর্মকর্তাদের অভিমত হচ্ছে মেধার ভিত্তি হওয়া উচিত বার্ষিক গোপন রিপোর্ট। সরকার মৌখিক পরীক্ষার জন্য ৪০ নম্বর রাখায় স্বজনপ্রীতি পেয়ে বসবে কাউন্সিল কমিটির সদস্যদের। একজন সরকারী পদস্থ অফিসার ১০/১২ বছরে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে যে সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং যা বার্ষিক গোপন রিপোর্টে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা এক মুহূর্তের মধ্যেই বিলীন হয়ে যেতে পারে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। এ ধরনের ঘটনা প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করবে। যারা তদবিরে এগিয়ে থাকবেন, পদোন্নতি তাদের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কোন সার্ভিসেই যখন মৌখিক পরীক্ষার বিধান পদোন্নতির ক্ষেত্রে নেই, তখন কেবল যুগ্ম সচিব এবং উপসচিবদের বেলায় কেন এ নিয়ম হবে?